যুগান্তর

তারিখ 16 APR 2017
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬

বদরুদ্দীন উমর

কওমি মাদ্রাসার সনদকে স্বীকৃতি

বিগত ১৩ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে দৈনিক প্রথম আলোর প্রথম পৃষ্ঠার হেড লাইন হচ্ছে 'রাজনীতিতে অশনিসংকেত'। ১১ এপ্রিল রাতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হেফাজতে ইসলামের আমীর শাহ আহমদ শফীর নেতৃত্বে তিনশ'র বেশি আলেমকে সঙ্গে নিয়ে এক বৈঠক করেন। এ বৈঠকে কওমি মাদ্রাসার সনদের স্বীকৃতি, উচ্চতম সনদকে সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের এমএ ডিগ্রির তুল্য ঘোষণা, সুপ্রিমকোর্ট চত্বর থেকে গ্রিক ভাস্কর্য সরানো ইত্যাদি বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী হেফাজতে ইসলামের সব দাবিই মেনে নেন। তাছাড়া এ বছর ১ বৈশাখের কর্মসূচি খর্ব করে বিকাল পাঁচটার মধ্যে সবকিছু শেষ করার নির্দেশও সরকার থেকে দেয়া হয়। ধর্মীয় প্রতিক্রিয়াশীলদের কাছে নতি স্বীকার করে প্রধানমন্ত্রীর এসব সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আওয়ামী ঘরানার নেতানেত্রী এবং তাদের বুদ্ধিজীবী, লেখক, সংস্কৃতিকর্মীরা যে সমালোচনা ও বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন, সেই পরিপ্রেক্ষিতেই প্রথম আলো উপরোক্ত শিরোনামে সেগুলো প্রকাশ করেছে। অসাম্প্রদায়িকতার মূর্ত প্রতীক শেখ হাসিনার এহেন ধর্মপ্রীতি এবং ধর্মীয় প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির কাছে নতি স্বীকারের কারণে তাদের অসাম্প্রদায়িক চেতনায় আঘাত লেগেছে! এ প্রতিক্রিয়া শুধু প্রথম আলোর রিপোর্টে উল্লিখিত বুদ্ধিজীবী, লেখক ইত্যাদিই নয়, অন্য বুদ্ধিজীবী, লেখকরাও অন্যান্য পত্রিকায় সমালোচনামূলক মন্তব্য প্রকাশ করেছেন! এদিক দিয়ে বিবেচনা করলে প্রথম আলোর উপরোক্ত সংবাদ হেড লাইন 'রাজনীতিতে অশনিসংকেত' না হয়ে হওয়া দরকার ছিল 'আওয়ামী লীগ রাজনীতিতে অশনিসংকেত'। কারণ যা কিছুর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা হচ্ছে সেগুলো সবই আওয়ামী লীগের কর্ম এবং যারা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করছেন তারাও হলেন আওয়ামী ঘরানারই খুব পরিচিত রাজনৈতিক লোকজন এবং লেখক, সাহিত্যিক, সংস্কৃতিকর্মী ও বুদ্ধিজীবী।

চরম প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মীয় লেবাসের আড়ালে থেকে হেফাজতে ইসলাম থেকে শুরু করে এ ধরনের সংগঠনগুলো দেশের প্রভূত ক্ষতি করছে। দেখা যাচ্ছে, পাকিস্তানিরা ধর্ম নিয়ে যে খেলা খেলত তার থেকেও বিপজ্জনক এই খেলা। এর অন্যতম প্রমাণ হল এই যে, যারা দেশের সরকার পরিচালনা করে, তারা এমনভাবে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার করছে, যা পাকিস্তানিরা কোনোদিন করেনি অথবা এ দেশে করার মতো সাহস তাদের থাকেনি। কিন্তু বাংলাদেশের বর্তমান শাসক শ্রেণী 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা'র দোহাই দিয়ে এখন যা ইচ্ছে তা-ই করছে। প্রকৃতপক্ষে ও কার্যত হেফাজতে ইসলাম, জামায়াতে ইসলামী, খেলাফতে মজলিস ইত্যাদি নামধারী সংগঠনগুলো ইসলামের লেবাস পরে যেভাবে দেশের জনগণের সংস্কৃতি ও জনগণের সাধারণভাবে যে ক্ষতি করছে, ঠিক একইভাবে আওয়ামী লীগ সরকার প্রথম থেকেই মুক্তিযোদ্ধার লেবাস পরে দেশের ও জনগণের ক্ষতি করছে, নিজেদের ভোটব্যাংক নিশ্চিত করার জন্য ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার করে আসছে। আওয়ামী লীগের নেতানেত্রী, তাদের সহযোগী সব রাজনৈতিক দল, তাদের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং তাদের থেকে নানাভাবে ফায়দা উঠানো লেখক, শিল্পী, সংস্কৃতিকর্মী, বুদ্ধিজীবীরা একইভাবে এ কাজ করছেন। লক্ষ করার বিষয়, সরকার দেশের জনগণের ওপর, দেশের শ্রমজীবী গরিবদের ওপর যে চরম শোষণ-নির্যাতন জারি রেখেছে, সেসবের বিরুদ্ধে উপরোক্ত বুদ্ধিজীবীরা কোনোদিন একটি বাক্য ব্যয় না করলেও, কোনো সমালোচনা না করলেও এখন 'সাম্প্রদায়িকতা' প্রতিরোধের নামে তারা কথাবার্তা বলছেন! এরা সাম্প্রদায়িকতা শব্দটি অন্যভাবে ব্যবহার করে থাকেন যাতে করে ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখা না যায়। এখন সুপ্রিমকোর্ট চত্বরে ভাস্কর্য অপসারণকে সাম্প্রদায়িকতা আখ্যা দিয়ে তারা এর বিরুদ্ধাচরণ করছেন। কিন্তু ভাস্কর্য অপসারণের বিরুদ্ধে হেফাজতে ইসলাম যা করছে এটা কি সাম্প্রদায়িকতা? এটা হল এক বিশ্রী ধরনের ধর্মীয় গোঁড়ামি ও সাধারণ অর্থে প্রতিক্রিয়াশীলতা। কিন্তু একে সাম্প্রদায়িকতা আখ্যা দিয়ে এই বুদ্ধিজীবীরা নিজেদের 'অসাম্প্রদায়িক' ভাবমূর্তি রক্ষার চেষ্টা করছেন! প্রধানমন্ত্রীও যে এক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতা নয়, ধর্মীয় গোঁড়ামিকে সমর্থন করে কওমি মাদ্রাসার সনদের স্বীকৃতি দিয়েছেন, একথা তারা বলছে না। ধর্মের নামে যা কিছু হচ্ছে তার সবই এই বুদ্ধিজীবীদের কাছে হল সাম্প্রদায়িকতা!! এর থেকে বোঝার অসুবিধা নেই যে, ধর্মীয় গোঁ সাম্প্রদায়িকতার পার্থক্য বোঝার ক্ষমতা এই সাম্প্র বিরোধীদের নেই। বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই যে, তা দৃষ্টিভঙ্গি এবং এই দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কার্যকলাপ দেশে ধর্মীয় অনাচার এবং সাম্প্রদায়িক বন্ধ না করে, তাকে দুর্বল না করে ধর্মীয় প্রতিক্রিয়া রাজনৈতিক শক্তিই বৃদ্ধি করছে।

এখানে বলা দরকার, ২০০৬ সালে আওয়ামী লীগের সম্পাদক আবদুল জলিল খেলাফত মজলিসের সঙ্গে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন। যাতে বলা হয়েছিল, ইসলাম এবং কোরআনের বিরুদ্ধে কোনো সমালোচ করবেন না এবং সে রকম কাজ কেউ করলে তাকে বড় শাস্তি দেয়া হবে। প্রকৃতপক্ষে সে সময় খেলাফত মজ

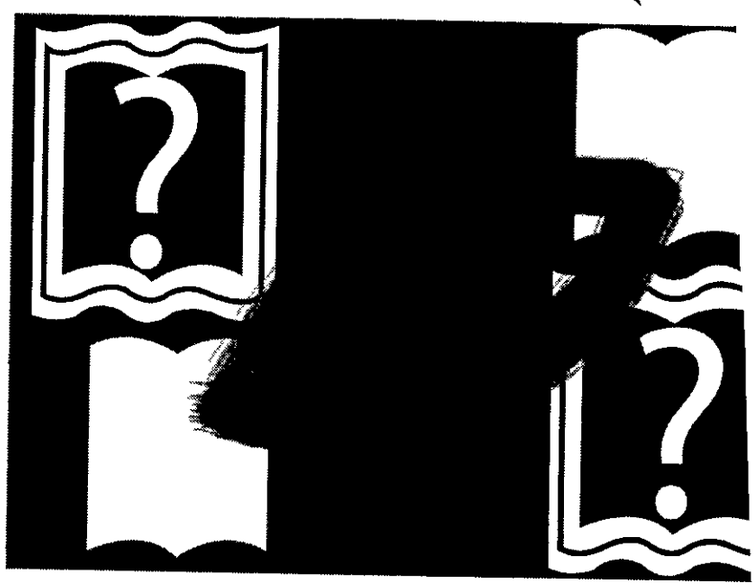

লক্ষ করার বিষয়, সরকার দেশের জনগণের ওপর, দেশের শ্রমজীবী গরিবদের ওপর যে চরম শোষণ-নির্যাতন জারি রেখেছে, সে সবের বি উপরোক্ত বুদ্ধিজীবীরা কোনোদিন একটি বাক্য ব্যয় না করলেও, কো সমালোচনা না করলেও এখন 'সাম্প্রদায়িকতা' প্রতিরোধের নামে তা কথাবার্তা বলছেন! এরা সাম্প্রদায়িকতা শব্দটি অন্যভাবে ব্যবহার ক থাকেন যাতে করে ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখা যায়। এখন সুপ্রিমকোর্ট চত্বরে ভাস্কর্য অপসারণকে সাম্প্রদায়িকতা আ দিয়ে তারা এর বিরুদ্ধাচরণ করছেন। কিন্তু ভাস্কর্য অপসারণের বিরু হেফাজতে ইসলাম যা করছে এটা কি সাম্প্রদায়িকতা? এটা হল এক বি ধরনের ধর্মীয় গোঁড়ামি ও সাধারণ অর্থে প্রতিক্রিয়াশীলতা।

পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে শুক্র কার্যালয়ের সামনে জাসাসের ইন্সটিটিউটের মঙ্গল শোভাযা

১৫ কর্মদিবসে মধ্যে মুক্তিযো যাচাই-বাছাই

—— মোজাম্মেল

যুগান্তর রিপোর্ট

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়কমন্ত্রী

ব্যানবেইস
পরিসংখ্যানের কার্যালয়